R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

দাদাঠাকুরের
সেরা বিদূষক
(১ম ও ২য় খণ্ড)
মূল্য প্রতি খণ্ড ৭০ টাকা।
১২৫ টাকা পাঠালে দু'খণ্ড রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে পাঠানো হবে।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ
পিন-৭৪২২২৫

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৪শ বর্ষ ৩৭শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২১শে মাঘ বুধবার, ১৪০৪ সাল। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা বার্ষিক ৪০ টাকা

সই জাল করে চাকরী নিতে গিয়ে পিতা-পুত্র গ্রেপ্তার, জঙ্গীপুর মহকুমা শাসক অফিসের এক কর্মী পলাতক

বিশেষ প্রতিবেদক : গত ২৭ জানুয়ারী বহরমপুর ট্রেজারীতে জাল নিয়োগপত্র নিয়ে এক যুবক চাকরীতে জয়েন করতে গেলে পিতাসহ গ্রেপ্তার হন। ধৃত যুবক ও তাঁর পিতার নিবাস জঙ্গিপুরেই বলে খবর। ঐ যুবককে জাল নিয়োগপত্র পেতে সাহায্যকারী জঙ্গীপুর মহকুমা শাসক অফিসের কম্পিয়িং দপ্তরের কর্মী সন্তোষ চক্রবর্তী ঘটনার পর থেকে পলাতক। পূর্বও সন্তোষবাবুর নামে মহকুমা শাসক অফিসে বহু কুকীর্তির নজির আছে। খবরে প্রকাশ, জঙ্গীপুরের এক যুবক পিতাসহ ঐ দিন সন্তোষ চক্রবর্তীর সরবরাহ করা একটি নিয়োগপত্র নিয়ে বহরমপুর ট্রেজারীতে কাজে যোগ দিতে যান। ট্রেজারী অফিসারের ডি এমের সই জাল মনে হওয়ায় এবং নির্বাচনের পূর্বে কোন নিয়োগের নিয়ম না থাকায় সন্দেহ হয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পিতা ও পুত্রকে বসিয়ে রেখে ডি এম ও এস পিকে ফোনে সব ঘটনা জানান। এ ডি এম (জি) গোপালিকার নির্দেশে বহরমপুর পুলিশ পিতা-পুত্রকে গ্রেপ্তার করে। প্রাথমিক তদন্তে ঐ নিয়োগপত্র সরবরাহকারী হিসাবে জঙ্গীপুর মহকুমা শাসক অফিসের কর্মী সন্তোষ চক্রবর্তী জড়িত থাকার জন্য এ ডি এম তৎক্ষণাৎ জঙ্গীপুরের মহকুমা শাসক মণীশ রায়কে ঐ কর্মীর উপর লক্ষ্য রাখার নির্দেশ দেন। তবে সেইদিন থেকেই সন্তোষবাবুর অফিসে অনুপস্থিতির কথা মণীষবাবু এডিএমকে জানিয়ে দেন। এডিএমের নির্দেশে এসপি লালবাগ, কান্দি, বহরমপুর, রঘুনাথগঞ্জ থানাকে সন্তোষ চক্রবর্তীর উপর নজর রাখার (শেষ পৃষ্ঠায়)

দুঃসাহসিক ডাকাতিতে তিনজন আহত লক্ষাধিক টাকা লুঠ

সাগরদীঘি : গত ২৮ জানুয়ারী সন্ধ্যে রাতে এই থানার মোরগ্রামে নারায়ণ চক্রবর্তীর বাড়ীতে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হয়। খবর, সেই সময় বাড়ীর সকলে টিভিতে সিরিয়াল দেখছিলেন। হঠাৎ জনা পঁচিশ সশস্ত্র দুষ্কৃতী বাড়ী চড়াও হয়। এদের মধ্যে কয়েকজন দোতলায় উঠে গৃহস্বামীর ছেলে কাননের মাথায় পাইপগান ধরে তাঁকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। একতলায় নারায়ণবাবু ও তাঁর স্ত্রী শিখাদেবীকে প্রচণ্ড মারধোর করে। এর ফলে নারায়ণবাবুর মাথা ফাটে। তাঁর স্ত্রী শিখার হাঁটুর হাড় ভেঙে যায়। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় তিনি আলুথালু অবস্থায় কান্নাকাটি শুরু করেন। জনৈক গ্রামবাসী প্রতিবেশীর সাহায্যে এগিয়ে এলে দুষ্কৃতীর বোমায় তিনিও সাংঘাতিকভাবে মুখে আঘাত পান। দুষ্কৃতীরা নারায়ণবাবুর মেয়ের বিয়ের প্রায় বার ভরি সোনার গয়না, বাসনপত্র ও নগদে মিলে প্রায় লক্ষাধিক টাকার জিনিষ নিয়ে বোমা ফাটাতে ফাটাতে চলে যায়। শিখা দেবী ও আহত গ্রামবাসীকে বহরমপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ—দুষ্কৃতীরা বিদ্যুতের মেন লাইনের তার কেটে দিয়ে পুরো গ্রাম অন্ধকার করে দেয়। আরও জানা যায় গ্রামের একটি ভিডিও হাউসে দর্শক হয়ে তারা গ্রামে ঢোকে। বর্তমানে গ্রামের দুটো ভিডিও হলেই সমাজ বিরোধীদের আড্ডা। পুলিশ এই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। সাগরদীঘি ও বীরভূমের নলহাটী থানার বর্ডার এলাকায় এই সব গ্রামগুলো থাকায় এখানে 'ক্রাইম' বেশী হচ্ছে বলে জনৈক পুলিশ অফিসার মন্তব্য করেন।

মমতার ছড়ায় ভরা নির্বাচনী জনসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : ৪ ফেব্রুয়ারী তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা ব্যানার্জী রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জী ময়দানে জঙ্গীপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী সেখ ফুরকানের সমর্থনে সভা করে গেলেন। সংগঠন, প্রচার না থাকা, মাত্র একমাস আগে জন্ম নেওয়া দলটির জনসভায় লোকও হাজার চারেক হয়। এর মধ্যে মমতাকে দেখতে বহু মহিলা ছিলেন। রাজ্য সম্পাদক মুকুল রায় ও জেলা সভাপতি অশোক দাসের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর শুরু হয় মমতার ব্যঙ্গাত্মক বক্তৃতা। তাঁর দলের আর্থিক সঙ্গতির দীনতার কথা বক্তব্যে বার-বার প্রকাশ পায়। তিনি বলেন, বাবরি মসজিদ ধ্বংস করার সময় আমরাই একমাত্র রাজপথে নেমেছিলাম। তাঁর দলের প্রতীক ও প্রার্থীকে পরিচয় করিয়ে দিতে তিনি কথায় কথায় ছড়া কাটেন। এছাড়া জ্যোতিবাবু ও কংগ্রেসের (শেষ পৃষ্ঠায়)

আত্মীয়সম সহকর্মীর জীবনাবসান

রঘুনাথগঞ্জ : জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকার আত্মীয়সম দীর্ঘদিনের সহকর্মী ও একান্ত শুভাকাঙ্খী সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (৬৯) গত ২৯ জানুয়ারী ভোররাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর ফাঁসিতলার বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি মাতা, স্ত্রী ও এক কন্যা রেখে গেলেন। তাঁর আদি নিবাস বীরভূমের সিউড়ীতে হলেও কর্মসূত্রে তিনি বহুদিন এই জেলার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি স্থানীয় বড় ডাকঘরের পোষ্ট মাষ্টার পদে কাজ করার সময় স্বেচ্ছাবসর নেন। এরপর দীর্ঘ প্রায় ২০ বছর তিনি জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকাগোষ্ঠী ও প্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
হাজলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২১শে মাঘ বুধবার, ১৪০৪ সাল।

॥ সনৎ দা' প্রয়াত ॥

'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকার সহিত যাঁহারা সংশ্লিষ্ট, যাঁহারা এই পত্রিকার একান্ত শুভানুধ্যায়ী, তাঁহাদের মধ্যে সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। গত ১৬ই মাঘ, শুক্রবার, তিনি হঠাৎ চিরবিদায় লইলেন। এই দিন প্রত্যূষে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়ায় উপসর্গ দেখা দেয়। চিকিৎসার সুযোগ তিনি দেন নাই। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬৯ বৎসর। তাঁহার অকালমৃত্যুতে আমাদের পত্রিকা বিভাগ শুধু নয়, দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন-এর স্বত্বাধিকারী এবং কর্মীরা সকলেই গভীর শোকাচ্ছন্ন।

সনৎবাবু ডাকবিভাগে যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করিয়াছিলেন। তিনি কর্ম হইতে স্বেচ্ছা-অবসর লইয়াছিলেন। অবসর গ্রহণের পর 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকা বিভাগের সহিত আরও বেশী ঘনিষ্ঠ হন। মাঝে মাঝে তিনি স্বনামে অথবা 'দুর্মুখ' বা 'ঠাকুরদাস শর্মা' ছদ্মনামে লিখিতেন। আমাদের পত্রিকার গত সংখ্যায় তাঁহার ব্যঙ্গাত্মক কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে।

সনৎবাবু আমাদের অগ্রজতুল্য ছিলেন। আমাদের প্রেস এবং 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকাগোষ্ঠীর সঙ্গে শুধু ঘনিষ্ঠই ছিলেন না, একটি স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার অনেক সময়োপযোগী পরামর্শে প্রেস উপকৃত হইয়াছে। দাদাঠাকুর রচনা সমগ্র এবং সেরা বিদূষক প্রকাশে তাঁহার অসামান্য অবদান ছিল। ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন সদালাপী, রসিক এবং অজাতশত্রু। তাঁহার অকাল-প্রয়াণে 'জঙ্গিপুর সংবাদ'-এর অপূরণীয় ক্ষতি হইল। 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকাগোষ্ঠী ও 'দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন'-এর পক্ষ হইতে আমরা আমাদের অতিপ্রিয় ও পূজনীয় সনৎদা-র শোকাচ্ছন্ন পরিবারবর্গকে গভীর মর্মবেদনা জানাইতেছি এবং বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া তাঁহার চিরশান্তি কামনা করিতেছি।

স্মরণের আবরণে

সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যু অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। গত ১৫ই মাঘ নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর চিরবিদায়কে আমার ব্যক্তিগত ক্ষতি বলে আমি মনে করি।

সনৎ দা যখন ডাকবিভাগে কর্মরত ছিলেন, তখনই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। অবশ্য তখন তিনি ডাকবিভাগের একজন কর্মী, আর আমি ডাকবিভাগের এক খরিদ্দার ছিলাম। তাই পরিচয়টা খুব একটা দানা না বাঁধলেও তাঁর প্রতি একটা আকর্ষণ আমি অনুভব করতাম। কাজের কথা ছাড়াও তাঁর কথা শুনবার আগ্রহ জন্মাত। জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকাগোষ্ঠীর সঙ্গে তিনি যুক্ত হওয়ার পর আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে যায়। কি পত্রিকা, কি দাদাঠাকুর রচনাসমগ্র, কি সেরা বিদূষক—প্রত্যেক প্রকাশনায় ছিল তাঁর নিরলস পরিশ্রমের অবদান। রসরচনাতেও তাঁর পারদর্শিতা ছিল। সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন।

দাদাঠাকুর প্রেসে যে নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে তিনি বসতেন, সে চেয়ার শূন্য থাকবে, ভাবতে পারছিনা। তাঁর মৃত্যুতে আমি স্বজনবিয়োগ ব্যথা অনুভব করছি। প্রয়াত সনৎদা'র শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমি সমবেদনা জানাচ্ছি এবং সশ্রদ্ধচিত্তে তাঁর আত্মার কল্যাণ কামনা করছি।

—মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

সনৎদাকে দেখছি দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে। আমার আর সনৎদার আদি নিবাস বীরভূম জেলার সদর সিউড়ী শহরের একই পাড়ায়। তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা মুগ্ধ করেছিল। অবাক হয়েছি দাদাঠাকুর বা জঙ্গিপুর সংবাদ সম্বন্ধে কেউ কোন কটূক্তি করলে তাঁর উত্তেজিত হয়ে পড়া দেখে। প্রেসে আমার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর তর্কবিতর্ক লেগেই থাকতো। তাঁর ব্যঙ্গ রসাত্মক বিভিন্ন লেখা আমরা আর পাবো না। প্রার্থনা করি তাঁর আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

—উদ্দীপ ঘটক

---

২৯ জানুয়ারী ১৯৯৮ সনৎ দা চলে গেলেন। আমরা তাঁর হাসিভরা মুখ আর দেখতে পাব না। কর্মজীবন থেকে স্বেচ্ছা অবসর নিয়েও তিনি রঘুনাথগঞ্জেই ছিলেন—ভাল বেসে-ছিলেন রঘুনাথগঞ্জকে। দীর্ঘদিন ধরে তাঁকে দেখেছি—তাঁকে জেনেছি, ছোট ভাই-এর মত ভালবাসতেন। কোন লেখা প্রকাশিত হ'লে ভাল বা মন্দ বলতে দ্বিধা করেননি। ভাল লাগত তাঁর গঠনমূলক সমালোচনা। 'জঙ্গিপুর সংবাদ' কার্য্যালয়ে তাঁর উপস্থিতি ছিল দৈনন্দিন কর্মসূচীর অঙ্গবিশেষ। সুদীর্ঘদিন তিনি 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন, বিভিন্ন ধরনের লেখা তিনি লিখেছেন। এই তো ক'দিন আগেও তাঁর 'ভোটের ছড়া' ঐ পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছে, লেখক 'দুর্মুখ'—মুখোশের অন্তরালে সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়! তাঁর স্মৃতিচরণের সাথে সাথে তাঁর নিকটতমজনদের জানাই আন্তরিক সমাবেদনা! তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি!

—আনন্দগোপাল বিশ্বাস

ঠিকানা বদল করে চলে গেলেন

ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়

'জঙ্গিপুর সংবাদ' কার্য্যালয়ের দরজায় ঢুকে যে মানুষটির সঙ্গে রোজই ১০ টার পর দেখা হ'তো আমার মতো অনেকের, সে মানুষটি যেন হঠাৎ সবার অজান্তে তাঁর ঠিকানা বদল করে চলে গেলেন। হয়তো এই ভেবে 'I hope to see my Pilot face to face.' রবীন্দ্রনাথের গল্পের পোষ্টমাষ্টার শহরের ছেলে, গ্রাম ছেড়ে আবার ফিরে গিয়েছিলেন শহরে। কিন্তু আমাদের অতি পরিচিত স্বেচ্ছা অবসর প্রাপ্ত পোষ্টমাষ্টার চিরকালের মতো ছুটি নিয়ে ঠিকানা পাল্টে চলে গেলেন একদা পোষ্টমাষ্টার সেই সনৎ দা। অগ্রজ প্রতিমের কথা আজ বারে বারে মনে পড়ছে। একটা নিঃসীম শূন্যতা অনুভব করছি তাঁর জন্য। প্রেসের সামনের চেয়ারটা দেখলে সেই শূন্যতা আরো গভীরভাবে হৃদয়টাকে মোচড় দিয়ে যাচ্ছে। সবার কাছে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কাছের মানুষ। কথা বার্তায় স্পষ্টবাক, আলাপ চারিতায় অন্তরঙ্গ, রঙ্গরসে বুদ্ধিদীপ্ত ছিলেন এই মানুষটি। যারা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন তারা তা জানেন। তিনি তাঁর ঠিকানা বদল করে চলে গেলেন, হয়তো সেখান থেকে আর কোন চিঠি আসবে না। তবে আমার মতো আরো অনেকের মনে রেখে গেলেন স্বজন বিয়োগের বেদনা এবং শূন্যতা।

দুর্মুখ ঠাকুরদাস সনৎ দা

সত্যনারায়ণ ভকত

ষ্ট্রোক হয়ে গেল, আর সামলাতে পারলাম না। এই সময় কোন ডাক্তারও পাওয়া যাবে না—এই ছিল ৫০-তম শহীদ দিবসের প্রত্যূষে তাঁর শেষ কথা। (৩য় পৃষ্ঠায়)

আমি যাচ্ছি - যাই। 'যেতে পারি, কিন্তু কেন যাবো'—সনৎবাবু তা বলেননি। মনে হচ্ছে ষ্ট্রোক। চিন্তা রাত্রি আর আছে কি? দেখো তো। চিন্তা, আমি গেলে তুমি মুখাগ্নি করবে। আর তুমি গেলে আমি। ঊনসত্তর বছরের সনৎবাবু যাবার বেলায় তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন একথা। চিন্তা বৌদি তাই করেছিলেন। আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে। তারপর জগতকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে সনৎবাবু চলে গেলেন। পিছনে থাকলো তাঁর 'সুস্থতা'—আরোগ্য নিকেতন।

—বিনতাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

'জন্ম-মরণ তারি হাতের অলখ সুতোয় গাঁথা।'

মানিক চট্টোপাধ্যায়

ধর্ম বিবাদ গ্লানি ভুলে, এক সাথে সব
আয়না চলে,
ঘরে ঘরে সাক্ষরতার প্রদীপ জ্বালবি আয়।

—সাক্ষরতা আন্দোলনের একটি রসোত্তীর্ণ গান। গীতিকারের সাক্ষরতার উপর রচিত আরও দুটি গানের অংশ তুলে ধরছি।

ক) নিরক্ষরের সুযোগ নিয়ে করছে
খবরদারী
রাঘব বোয়াল উপর তলার সমাজ
অধিকারী
তাদের শোষণ থেকে বাঁচতে হলে
সাক্ষর হওয়া চাই।।

খ) এ সমাজের মুরুব্বিরা, মানুষ'হ
চায়না তারা
ইচ্ছা তাদের তোদের পেযে
রেখে ওদের পদতলে
'ভালো করে পড়্‌গা ইস্কুলে।'

উপরের গান দুটিও যে সার্থক রচনা তা বলার অপেক্ষা রাখে না। জঙ্গিপুর মহকুমার সাংস্কৃতিক কর্মীদের কণ্ঠে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে—গ্রামেগঞ্জে—মাঠে-ময়দানে এ গানগুলি বারবার পরিবেশিত হয়েছে। মুর্শিদাবাদ বেতারেও গানগুলি সম্প্রচারিত হয়েছে।

এই গীতিকার হলেন প্রয়াত সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়—আমাদের 'সনৎ দা'। জঙ্গীপুর সংবাদে যিনি কখনও 'ঠাকুরদাস শর্মা,' আবার কখনও 'দুর্মুখ'।

কর্মজীবনে বামপন্থী ট্রেডইউনিয়নের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন; তারই প্রতিফলন পড়েছে উপরের গানগুলিতে। ভালো বাসতেন লোক সংস্কৃতিকে। কবি, আলকাপ, বাউল, বোলান, পান সৌ—এই সমস্ত লোক আঙ্গিকের উপর তাঁর প্রচুর পড়াশোনা ছিল। লোকশিল্পীদের সঙ্গে সক্রিয় যোগাযোগ ছিল। অনেক লোকগান তাঁর সংগ্রহের ভাণ্ডারে। অনুজপ্রতীম হিসাবে তাঁর লেখা অনেক গান আমার সংগ্রহশালায়। অনেক গান তাঁর গেয়েছি। এই স্বল্প পরিসরে সনৎ দা রচিত আরও কিছু উল্লেখযোগ্য গানের অংশ তুলে ধরছি।

১। ভারত মোদের মা, বাংলা মোদের মা
মায়ের কোলে সবাই মানুষ,
কভু ভুলো না।

২। কেন বৃথা হানাহানি, বলবে অবোধ মন
জগজনের হৃদয় মাঝে রয় সে সুজন।

৩। একই জমির ফসল খাই যে
একই নদীর পানি
হিন্দুও নই, মুসলিম নই
মানুষ আমরা জানি।

'সনৎ দা এটা কি হবে?'

দেবাশিস্ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি তখন স্কুলে পড়ি। সিপিএমের স্থানীয় নেতা ছিলেন পার্থ নাথ। আমার দাদা তখন কলেজে পড়ে—বিপিএসএফ এর জনপ্রিয় ছাত্রনেতা। ভোদনদার (মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য) রাজনীতিতে হাতেখড়ি তখন সবেমাত্র শুরু হয়েছে—সেই সময় থেকেই সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিনি।

এমন হাসিখুশি; সহৃদয়; মিশুকে ও পরোপকারী মানুষ জীবনে কমই দেখেছি। তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর মানুষের সঙ্গে মেশার ছিল এক আশ্চর্য ক্ষমতা। আত্মমর্যদাবোধ ছিল তাঁর প্রখর। চাকরী করতেন পোষ্ট-অফিসে। তখনও তাঁর অনেক বছর চাকরী আছে। হঠাৎ একদিন শুনলাম উনি চাকরী ছেড়ে দিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করলাম—'কী ব্যাপার! শুনলাম চাকরী ছেড়ে দিয়েছেন?' উত্তরে বললেন—'আত্মসম্মান বজায় রেখে আর চাকরী করা যাচ্ছিল না—তাই ছেড়ে দিলাম।' এরকম দুঃসাহসী কাজ করা ও এরকম উত্তর দেওয়া একমাত্র সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষেই সম্ভব।

আজ বহু বছর ধরে জঙ্গিপুর সংবাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অনেকেই বলত—'দাদা কী প্রয়োজন আপনার এত পরিশ্রম করার'? উত্তরে হেসে বলতেন—'ওরা (অনুত্তম পণ্ডিত) এত ভালবাসে না এসে পারি না'। ওর লেখার হাতটিও ছিল সুপটু। বিভিন্ন ধরনের লেখা লিখতেন। সত্যযুগ, বসুমতী প্রভৃতি পত্রিকাতে এক সময় লিখেছিলেন। বামপন্থী রাজনীতির আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তবে অন্ধ ছিলেন না। বর্তমানে গুছিয়ে নেবার ও ধাপ্পাবাজির রাজনীতির তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। তাঁর মৃত্যুতে আমরা অনেকখানিই অভিভাবকহীন হয়ে পড়লাম। অনুত্তম পণ্ডিত অন্যমনস্কভাবে সামনের ফাঁকা শূন্য চেয়ারটির দিকে চোখ না রেখেই হয়তো বলে বসবেন—'সনৎ দা এটা কি হবে'?

তাঁর রচিত ভক্তিমূলক গানও অনেক আছে। আবার তাঁর বামপন্থী মানসিকতা থেকে এই গানটি জন্ম নিয়েছে:

'পেট্রোল, চিনি, কয়লা-ডিজেল
চাল, গম, গ্যাস, বেড়েছে রেল
গ্যাটের কাছে মেধা বিকিয়ে দিয়ে
নেতারা ঘুম যায়।'

বর্তমানে হাই টেক মিডিয়া, কীভাবে আমাদের মাটির গানকে আক্রমণ করছে সেটাও তাঁর নীচের গানটিতে ফুটে উঠেছে—

এখুন বোকা বাক্সে রঙিন ছবি
ছড়্যা দিলি দেশে
কল রসায়ে শুনালি গান,
যাইবে গাঁয়ের বাসে,
বাবুরে, তুরা আমাদের মারিলি।'

জীবন অনন্ত নয়। রবীন্দ্রনাথের কথায় 'জন্ম মরণ তারি হাতের অলখ সুতোয় গাঁথা।'

সোনিয়ার সমাবেশের পোষ্টার সাঁটিয়ে দিনে ৫০ টাকা

রঘুনাথগঞ্জ: মঙ্গলজোনের তামিজ সেখ গত ৩ ফেব্রুয়ারী মিয়াপুরের বিভিন্ন স্থানে সাঁটিয়ে দিচ্ছিলেন সোনিয়া গান্ধীর ছবি ছাপা বিগ্রেড সমাবেশের পোষ্টার। তাঁকে প্রশ্ন করে জানা যায় যে, এই কাজ করার জন্য তাঁকে সকালের টিফিন ছাড়াও দিনে ৫০ টাকা করে কংগ্রেস অফিস থেকে দেওয়া হয়। খবর তাঁর মতো আরও বহু কর্মী গত তিন দিন ধরে এ কাজ করে চলেছেন।

দুর্মুখ ঠাকুরদাস সনৎ দা (২য় পৃষ্ঠার পর)

১৯৯৮ এর ২৯ জানুয়ারী ভোরে ৬৯ বছর বয়সের দুর্মুখ যুবকটি বলেছিলেন তাঁর সহধর্মিনীকে। তিনি ঠাকুরদাস শর্মা, সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়—আমার, আপনার, তার ছোট বড় সকলের সনৎদা, আমাদের প্রিয় অভিভাবক। জীবনটাকে খুব সহজভাবে নিয়েছিলেন তিনি। কোন কিছুকেই পরোয়া করতেন না। কর্মজীবনে পোষ্ট-মাষ্টার ছিলেন তিনি। জঙ্গিপুর সংবাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল বহুদিনের। হাতের লেখা ছিল ভীষণ জড়ানো, অনেক সময় পড়তে অসুবিধা হত। বলতেই বলতেন, "মহাপুরুষদের হাতের লেখা ভালো হয় না।"

কলম ধরেছিলেন "ঠাকুরদাস শর্মা" এবং "দুর্মুখ" ছদ্মনাম নিয়ে। সামাজিক, রাজনৈতিক এবং পৌরাণিক বিষয়ে ব্যঙ্গাত্মক রচনার মাধ্যমে তীর্যক বিশ্লেষণ ছিল মূল উপাদান। একবার পৌরাণিক বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে একটি রচনায় শ্রীকৃষ্ণকে "চতুর রাজনীতিবিদ" আখ্যায়িত করে তাঁর "গুপ্তহত্যার" রহস্য নিয়ে তীর্যক মন্তব্য করায় কৃষ্ণ প্রেমীদের কোপে পড়তে হয়েছিল সনৎদাকে। চিঠি, পাল্টা চিঠি প্রকাশ করতে হয়েছিল জঙ্গিপুর সংবাদে। ব্যাখ্যাটা ছিল অনেকটা দার্নিকেনের মত।

আমার চেয়ে বাইশ আর অনুত্তমের চেয়ে কুড়ি বছরের বড় ছিলেন সনৎদা। সেই ব্যবধানকে সঙ্কুচিত করে দিয়ে খুব সহজেই তিনি আমাদের প্রিয় বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বন্ধু ছিলেন রঘুনাথগঞ্জ শহরের বহু মানুষের। পরামর্শ দিতে কখনও ক্লান্ত হতেন না, ফেরাতেন না কাউকেই। 'আউল বাউল-তেউড়ি, তিনে মিলে সিউড়ি'—সেই সিউড়ির লোক ছিলেন তিনি। জীবনটাকে নিরাসক্ত বাউলের মত কাটিয়ে দিব্যি চলে গেলেন।

জায়গা বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ রামমোহনপল্লীতে বাসপোযোগী ২ কাঠা জায়গা বিক্রি আছে।

যোগাযোগ—*সাহা বাসনালয়*
(প্রযত্নে—বিনয় সাহা)
দরবেশপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ

সহকর্মীর জীবনাবসান (১ম পৃষ্ঠার পর)

কর্মজীবনে তিনি আরএসপি দলের কর্মী ছিলেন। দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ও তাঁর পরবর্তী দুই পুরুষের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। রাজনৈতিক জীবনে ত্রিদিব চৌধুরী ও বর্তমান সেচমন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। স্বনামে ছাড়া ঠাকুরদাস শর্মা ও দুর্মুখ ছদ্ম নামে তাঁর ব্যঙ্গ রসাত্মক গান, প্রবন্ধ, কবিতা জঙ্গিপুর সংবাদকে সমৃদ্ধ করেছিল। তাঁর প্রচেষ্টায় দাদাঠাকুরের 'সেরা বিদূষক' দুই খণ্ডে সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে শহরের অগণিত মানুষ ও আরএসপিসহ বিভিন্ন বামপন্থী দলের সমর্থকরা শেষ শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর বাসভবনে সমবেত হ'ন। তাঁর শেষ জীবনের কর্মস্থল দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন ও জঙ্গিপুর সংবাদ দপ্তর বন্ধ থাকে। স্থানীয় মহাশ্মশানে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেণ্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ✶ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিণ্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া — সভাপতি
ধনঞ্জয় কাদিয়া — ম্যানেজার
অচিন্ত্য মনিয়া — সম্পাদক

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

✚ অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক ✚

রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ

(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক—ডাঃ সাহা

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাবলু, টি), এফ. ডাবলু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারাণ্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেণ্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেণ্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্ষ্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

অফিসের এক কর্মী পলাতক (১ম পৃষ্ঠার পর)

নির্দেশ দেন। অন্যদিকে জঙ্গীপুরের মহকুমা শাসক জানান, সদরের নির্দেশ মতো সন্তোষ চক্রবর্তীর উপর নজর রাখছি। তবে ঘটনার দিন থেকেই কর্মীটি অফিসে আসছেন না। এ ব্যাপারে মণীশবাবু তেমন কিছু জানেন না বলে আমাদের প্রতিনিধিকে জানান। সন্তোষবাবু চাকরী প্রার্থীকে জয়েন করাতে গিয়ে বেগতিক বুঝে বহরমপুর থেকেই গা ঢাকা দিয়েছেন বলে প্রশাসনের অনুমান। গোটা ঘটনার পূর্ণ তদন্ত চলছে।

নির্ব্বাচনী জনসভা (১ম পৃষ্ঠার পর)

বিরুদ্ধে ব্যঙ্গোক্তি করতেও তিনি পিছপা হননি। তিনি বলেন, বাংলার মানুষের কাছে আমার কিছু দায়বদ্ধতা থাকায় আমি দিল্লীর দিকে হাত বাড়াইনি। কিন্তু জ্যোতিবাবু এখন দিল্লীর মসনদ দখল করতে উদগ্রীব, আর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যও মুখ্যমন্ত্রী হতে এক পা এগিয়ে আছেন। রাজ্যে কোন কেলেঙ্কারীর তদন্ত হয় না। জঙ্গীপুরে ভাগীরথীতে সেতুর শিলান্যাস প্যাণ্ডেলান্যাসে পর্যবসিত হবে। পুলিশী ব্যবস্থায় আধুনিকীকরণ হয়নি। তবে ষ্ট্যাম্প প্যাড কংগ্রেস আর জ্যোতিবাবুকে অক্সিজেন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না। বিজেপিকে সমর্থন করে তিনি কোন বক্তব্যই রাখেননি। সভা করার সব কৃতিত্ব সেখ ফুরকান, স্থানীয় কর্মী তানজিলুর রহমান ও রসরাজ মণ্ডলকে দেন। যদিও প্রার্থী ফুরকানের কোন বক্তব্য না থাকায় মানুষ হতাশ হয়েছে। মমতা অর্জুনপুর (ফরাক্কা) থেকে এখানে ঐদিন সভা করে লালগোলার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারী মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ম্যাকেঞ্জী ময়দানে নির্বাচনী সভা করতে আসছেন বলে দলীয় সূত্রে খবর।

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিণ্টেড শাড়ীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্ত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।